AMIE কোর্স এবং MIDAS AMIE EDUCATION

কিছু কথা ঃ

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোর্স চালু আছে যা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই কোন ধারনা নেই। বিশেষ করে যাদের সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোর্সে অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে তাদের অনেকেই এইসব প্রতিষ্ঠান বা কোর্স সম্পর্কে মোটেও অবগত নন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) কর্তৃক পরিচালিত 'AMIE' কোর্সটি সেরকম একটি কোর্স যা সম্পর্কে অনেকেরই নূন্যতম কোন ধারণা নেই। বিশেষ করে যাদের এই কোর্সে পড়ার সুযোগ রয়েছে তাদের অনেকেই জানে না উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য এমন একটি কোর্স চালু রয়েছে। 'AMIE' কোর্স সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ন্যূনতম ধারণা দেয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হল-

আইইবি (ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ)ঃ

প্রথমেই আসা যাক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ সম্পর্কে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ হচ্ছে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সংগঠন। কমনওয়েলথভুক্ত প্রায় সব দেশেই এরকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাজধানী ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর সদর দপ্তর অবতি।

AMIE কোর্স ঃ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৫২ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে AMIE (অ্যাসোসিয়েশন মেম্বারশিপ ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স) কোর্স। AMIE কোর্সটি বাংলাদেশের সকল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রদত্ত ডিগ্রির সমমানের একটি কোর্স অর্থাৎ এই কোর্সটি B.Sc. Engineering ডিগ্রির সমমানের। এই কোর্সে মোট চারটি বিভাগ রয়েছে-১) সিভিল, ২) ইলেকট্রিক্যাল ৩) মেকানিক্যাল এবং, ৪) কেমিক্যাল । প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে ১০০ নম্বর করে মোট ১৬০০ নম্বরের ১৬টি বিষয়। ১৬টি বিষয়কে 'এ' এবং 'বি' এই দুটি সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেকশন 'এ' তে রয়েছে ৮টি বিষয় 'বি' তে রয়েছে ৮টি বিষয়। সেকশন 'এ' এর ৮টি বিষয়ের মধ্যে চারটি বিষয় আবশ্যক অর্থাৎ এই চারটি বিষয় সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য। প্রতিটি বিষয়ের পাস নম্বর ৪০। সেকশন 'এ' এর ৮টি বিষয় পাস করার পর সেকশন 'বি' তে অধ্যয়ন করা যাবে। বছরে দুটি সেমিস্টারে (মার্চ ও সেপ্টেম্বর) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার দেড় মাস আগে ফরম ফিলাপ করতে হয়। ফরম ফিলাপে যে হারে টাকা প্রদান করতে হয়- প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৪০০ টাকা আইডি কার্ড ১০০ টাকা (প্রথম বারের জন্য) মার্কসিট ১০০ টাকা সেশন ফি ২০০ টাকা (বছরে একবার) এক সেমিস্টারে সর্বমোট ৮টি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া যায়।

AMIE কোর্সে ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

এই কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হল যে কোন স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস অথবা বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাশসহ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মেম্বারভুক্ত যে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বছরে দুবার (ফেব্রুয়ারী এবং আগষ্ট) AMIE কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয় । ২০০ টাকার বিনিময়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানা থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হবে। ভর্তি হওয়ার এক বছর পর থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহন করা যাবে। AMIE কোর্স সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে আইইবি তে ৫০ টাকার বিনিময়ে AMIE কোর্সের একটি সিলেবাস সংগ্রহ করে বিস্তারিত পড়লেই জানতে পারবেন।

MIDAS AMIE EDUCATIONঃ

AMIE কোর্সটি একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা (ইনফরমাল এডুকেশন সিস্টেম)। তাই এখানে নিয়মিত কোন ক্লাসের ব্যবস্থা না থাকায় পড়াশুনা নিজ দায়িত্বে চালিয়ে নিতে হয়। AMIE কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক গাইড লাইন এবং একাডেমিক ক্লাশ ব্যবার অনুরুপ নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০০ সালে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে **MIDAS AMIE EDUCATION** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মান অটুট রাখতে এবং প্রতিটি বিষয় পাশের উপযোগী করতে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে আসছে। **MIDAS AMIE EDUCATION** এ কোর্সের সেকশন 'এ' এবং 'বি' এর প্রতিটি বিষয়ের ক্লাস করানো হয়। এখানে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সাথে সংগতি রেখে ক্লাস নেয়া হয়। এখানে বুয়েট, ডুয়েট এবং AMIE পাস করা অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ ক্লাস নিয়ে থাকেন। এখানে পাসের হার তুলনামূলক অনেক বেশি। প্রথম থেকে **MIDAS AMIE EDUCATION** গৌরবময় ও ঈর্ষণীয় সাফল্যের ইতিহাস বহন করে চলেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে প্রয়োজনীয় সেবার মান। আর এরই ধারাবাহিকতায় একমাত্র মাইড্যাস-ই ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট , শিল্পনগরী টঙ্গীতে এবং উত্তরবঙ্গের রাজধানী হিসাবে পরিচিত বগুড়া জেলায় (প্রস্তাবিত) সফলতার সাথে পরিচালনা করছে **AMIE** কোর্সের কার্যক্রম।